আলমডাঙ্গায় সর্বনিম্ন

তাপমাত্রায় জনজীবনে দুর্ভোগ-

ঐশিকার উদ্যোগে শীতবস্ত্র

বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা সহ আলমডাঙ্গায় সর্বকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করছে। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জন জীবনে দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। কনকনে শীতে আর হিমেল বাতাসে মানুষ ঘর থেকে বাহির হয়ে কর্মস্থলে পৌঁছাতে কষ্টের অন্ত নেই। এই অবস্থায় শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে পাশে দাঁড়াতে সকল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা ও ধনীকশ্রেনী কে এগিয়ে আসার আহব্বান জানিয়েছেন সুশীল সমাজ।

আলামডাঙ্গায় ঐশিকা সংস্থার উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরন করেছেন। আলামডাঙ্গা থানাপাড়া ঐশিকা সংস্থার উদ্যোগে ৩ শতাধিক শীতার্ত অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে থানা পাড়া ঐশিকা সংস্থার কার্যালয় হতে আনুষ্ঠানিকভাবে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেন প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার। সমাজসেবা অফিসার সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, গার্মেন্টস মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুস সামাদ, ঐশিকা সংস্থার নির্বাহী কর্মকর্তা আশরাফুল কবির, সংস্থার শাখা ব্যবস্থাপক আলাউদ্দিন, মোঃ মোবারক হোসেন, সার্জেন আলী।

সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন, ঐশিকা সংস্থার সহ-সভাপতি আবু সাঈদ মিয়া। ঐশিকার সংস্থার স্বত্বাধিকারী আমেরিকা প্রবাসী আব্দুল মান্নান রতন জমিদারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতি বছরের মত এবারো মানবিক দায়িত্ববোধ থেকেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং শীতকালজুড়ে তাদের সহায়তা কার্যক্রম চলমান থাকবে।

আলমডাঙ্গায় শীতার্ত মানুষের দুর্ভোগ -ডাউকিতে শীতবস্ত্র বিতরণ

কনকনে শীতে জুবুথুবু অসহায় মানুষের কষ্ট দিনদিন বেড়েই চলেছে। দিনমজুর, শ্রমিক থেকে কৃষক সকলেই প্রচন্ড শীতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে। সূর্যের আলো দেখা নেই কয়েকদিন থেকে। সকালের ঘন কোঁয়াশায় ঢেকে রেখেছে সারাদিন, সাথে কনকনে ঠান্ডা ঝড়ো হাওয়া জন জীবন দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে।

আলমডাঙ্গায় কনকনে শীতের কামড়ে জর্জরিত অসহায় ছিন্নমূল মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে ডাউকি গ্রামের কৃতি সন্তান “উন্নয়ন সংস্থা ” চেয়ারম্যান ও ডাউকি বশিরা মালিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মাহবুবুল হক খোকনের উদ্যোগে ডাউকি গ্রামের প্রায় দুইশতাধিক দুঃস্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

শীতের কম্বল হাতে পেয়ে অনেক অসহায় ও দুস্থ মানুষ খুশির বন্যা বয়ে যায়। পরে দুস্থদের খুঁজে খুঁজে তাদের হাতেও কম্বল তুলে দেওয়া হয়। বিতরণকালে সমাজ সেবা অফিসার মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, এ্যাডঃ ইউনুস আলী, সাবেক ইউপি সদস্য ইয়াকুব আলী, সমাজ সেবক আঃ সাত্তার, সমাজ কর্মী ঠান্ডু রহমানসহ গ্রামবাশী উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় শীতার্ত মানুষের দুর্ভোগ চরমে, শীতবস্ত্র বিতরণ

৯ ডিগ্রির হিমশীতে জমে গেছে আলমডাঙ্গা। জরুরি সরকারি সহায়তা না পেলে বাড়বে মানবিক বিপর্যয়। সেই সাথে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা,

বেসরকারি সংগঠন ও সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে।

ঘন কুয়াশা আর কনকনে হাওয়ায় কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে আলমডাঙ্গার জনজীবন। গ্তকাল রবিবার সারাদিনেও দেখা মেলেনি সূর্যের। ভোর হলেই সাদা কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় পুরো জনপদ। রাস্তা-ঘাট, গাছপালা, খোলা মাঠ—সবই মিলিয়ে যায় হিমেল ধোঁয়াশায়। সারাদিন সূর্যের দেখা না মেলায় শীতের তীব্রতা আরও বেড়েছে। ঘর থেকে বের হলেই কাঁপছে শরীর, জমে যাচ্ছে নিঃশ্বাস। অনেকেই আবার মজার ছলে বলে উঠছে, বিনা পাসপোর্ট ভিসায় ইউরোপের আবহাওয়া অনুভব করতে হলে চলে আসতে হবে এই আলমডাঙ্গায়।

গতকাল রবিবার চুয়াডাঙ্গা জেলায় তাপমাত্রা নেমে আসে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা চলতি শীত মৌসুমে জেলার সর্বনিম্ন। ফলে শীত এখন শুধু অস্বস্তির নয়, অনেকের জন্য তা জীবনযুদ্ধের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত খেটে খাওয়া মানুষ। কৃষক, দিনমজুর, ভ্যানচালক ও শ্রমজীবীরা শীত উপেক্ষা করেই জীবিকার তাগিদে ঘর ছাড়ছেন। তবে কনকনে হাওয়ায় কাজের গতি থেমে যাচ্ছে, অনেকেই কাজ হারাচ্ছেন। খোলা আকাশের নিচে কাজ করা মানুষদের চোখেমুখে অসহায়ত্ব আর নিরব আর্তনাদ স্পষ্ট।

শীতের কাঁপুনিতে থরথর জনপদ—হিমেল বাতাসে স্থবির জীবন, আগুন ঘিরে উষ্ণতার খোঁজ, নীরব চোখে বাঁচার আবেদন।

শিশু, বৃদ্ধ, অসহায়—সকলেই আজ একই সারিতে। আগুন পোহাতে নবীন প্রবীন একই সারিতে। গ্রামাঞ্চলের চিত্র আরও ভয়াবহ। ভোরে মাঠে নামা কৃষকদের জন্য কাজ শুরু করাই হয়ে উঠছে প্রায় অসম্ভব। শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে সর্দি-কাশি, জ্বরসহ শীতজনিত রোগ বাড়ছে। দরিদ্র পরিবারগুলোতে চিকিৎসা ব্যয় মেটানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

এদিকে গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী গ্রামে শীতার্ত মানুষের পাশে আজিজুল হক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র হিসেবে অর্ধহাজার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বসুন্ধরা গ্রুপের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আশরাফুল ইসলাম, লিয়াকত আলী, সলোক মিয়া, ব্যবসায়ী সুদ্দুর রহমান, ইসলাম মালিথা, মানিক এবং সম্রাটসহ অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

[redacted]

“[redacted]

[redacted]

[redacted]

থাকেন। তাদের ফসল তোলা থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল কাজ করে থাকেন। স্কুল ছাত্রী আসমানি খাতুন ও ইরানী জানান, “রাস্তায় কাদার কারণে আমাদের স্কুলে যাওয়া হয় না, কাঁদা মাড়িয়ে যেতে পারি না। আমাদের পোশাক ও বই খাতা ভিজে যায়।রাস্তাটি পাকা করে আমাদের দুর্ভোগ কমানোর জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি।

আহমেদ আলী ও রবগুল হোসেন নামের দুই ব্যক্তি জানান “বয়স ৯০ বছর হয়ে গেছে, ৮ জন এমপি পার করেছি। কেউ আমাদের দেখেনি। এই রাস্তাটি নিয়ে বেচাকেনা হয়েছে শুধু। আমরা বার বার তাদের কাছে আবেদন করেছি। আমাদের আবেদন তাঁদের কাছে তুচ্ছই থেকেছে। এবার ভোট চাইতে আসলে তাদের সেই জবাব দেওয়া হবে।”

রমেলা খাতুন ও জাহানারা ভানু নামের দুজন নারী জানান, “রাস্তার কারণে রোগী হলে নিয়ে যেতে পারিনি। ভ্যান গাড়িও আসেনা। মাঠের আবাদ পানি তুলতে পারিনি। ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো যায়না। আমরা বৃদ্ধদের নিয়ে বড় সমস্যায় আছি। এই গ্রামের মেয়েদের শুধু রাস্তার কারণে বিয়ে পর্যন্ত হতে চাইনা।”

গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের ঝোরপাড়া গ্রামে কেবলমমাত্র একটি রাস্তা না থাকায় প্রায় সহস্রাধিক মানুষ বছরের পর বছর ধরে এমন দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন। কবে মিলবে আশ্বাসের বাইরে বাস্তব উন্নয়ন সেই প্রশ্নই এখন স্থানীয়দের।”

দুই মাস ধরে পানিবন্দী শতাধিক পরিবার

মেহেরপুরে চলতি বর্ষায় অতিবৃষ্টিতে পানির নিচে ডুবে গেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রাম। প্রায় দুই মাস ধরে জলাবদ্ধতায় বন্দী হয়ে পড়েছেন এই গ্রামের তিন শতাধিক পরিবার। ভুক্তভোগীদের দাবী পানি নিস্কাশনে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও কালভার্ট নির্মাণের। এতোদিন খোজ না নিলেও ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন আশ্বাস দিয়েছেন অল্পদিনের মধ্যে বিষয়টি সূরাহা করা হবে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বাড়ির চুলা, টয়লেট এমনকি পানির একমাত্র উৎস টিউবওয়েল পর্যন্ত পানির নিচে। রান্না করতে না পেরে কেউ কেউ শুকনো খাবারেই কাটাচ্ছেন দিন। অনেকে আবার বাধ্য হয়ে চলে গেছেন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। এসব পরিবারের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে শিশুদের। রাস্তা পানির নিচে থাকায় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এখন আর বেরোতে পারে না। স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নেমে এসেছে আশঙ্কাজনক হারে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সীমান্তবর্তী রাস্তায় কোনো কোনো কালভার্ট না থাকা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় এই দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। পানি বের হওয়ার পথ নেই।

দীর্ঘদিন পানিবন্দী থাকায় চর্মরোগসহ নানা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছেন নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশু। দ্রুত পানি নিস্কাশনের উদ্যোগ না নিলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। এদিকে পানির দুর্গন্ধে মশা মাছির উপদ্রব বেড়েছে কাজিপুর মিলেটারি পাড়ায়। পানিতে চলাচল করে অনেকের পায়ে দেখা দিয়েছে চর্মরোগ। তবে এখনও পানিবন্দী মানুষের পাশে দাড়াইনি সরকারি-বেসরকারি কেউ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কেউ তাদেও খোজখর না নেয়ায় হতাশ ভুক্তভোগীরা। তবে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের দাবী করেন পানিবন্দী পারিবারগুলি।

এবিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য ফারুক হোসেন জানান, ইউনিয়ন পরিস্থিতি সমন্ধে পর্যবেক্ষণ করেছি। ইউএনও’র সাথে পরামর্শ করে এই জনদূর্ভোগ লাঘবে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহা: আলম হুসাইন বলেন, বিষয়টি আমি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করেছি। খুব দ্রুতই একটি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, আমি মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিবেদকের কাছ থেকে পানিবন্দীর বিষয়টি জানতে পেরে উক্ত কাজিপুর গ্রামে সরেজমিনে গিয়ে দেখে এসেছি। অনেক পরিবারই এখনও পানিবন্দী। দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

□□□□□ □□□□